দৈনিক ইনকিলাব

26 FEB 2003

ঢাকা-ওয়াশিংটন বিজ্ঞান প্রযুক্তি চুক্তি

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা সংবলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরের আয়োজন এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত চুক্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'দেশের পারস্পরিক সহযোগিতাদানের এবং সহজে ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বিশেষ করে বাংলাদেশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নানামুখী সহযোগিতা লাভ করতে পারবে। চুক্তিটি দেশের সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহের উন্নয়নে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের গৃহীত তথ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায়ও চুক্তিটি সহায়ক হয়ে উঠবে। চুক্তির খসড়ায় ১০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এসব অনুচ্ছেদে উভয় দেশকেই নিজ নিজ দেশে প্রচলিত আইনের পূর্ণ প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তির নবায়ন ও সংশোধন এবং প্রয়োজনে ৯০ দিনের নোটিশে চুক্তি বাতিল করার সমান সুযোগেরও বিধান রয়েছে চুক্তিতে। গত সোমবার দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে অন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো হয়েছে। একটি তথ্য হলো, যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে, অন্য কোনো দেশের সঙ্গে দেশটি এ ধরনের কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। দ্বিতীয় তথ্যটি হলো, চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাবও এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব ও ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত চুক্তির খসড়াসহ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। এরপর প্রথমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা শেষে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রিসভা ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ চলছে এবং অচিরেই প্রস্তাবিত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে বলে জানা গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত ও অগ্রবর্তী একটি দেশের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে সর্বোতভাবে উপকৃত হবে, সেকথা নিশ্চয়ই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান পর্যায়ে দু'টি বিশেষ কারণে এই চুক্তিটিকে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। প্রথম কারণ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ইমেজ সংকট– বিগত কিছুদিনে এদেশেরই কতিপয় মহলসহ চিহ্নিত বাংলাদেশবিরোধী শক্তিসমূহের সুপরিকল্পিত প্রচার অভিযানের অসহায় শিকার হয়ে বাংলাদেশকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আইন অনুযায়ী নিবন্ধন তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ফলেও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে ইমেজ সংকটে পড়তে হয়েছে। বাংলাদেশবিরোধী শক্তি ও মহলগুলো পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সম্প্রতি এমন প্রচারণা শুরু করেছিল যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটি ক্ষতিকর বা শত্রুরাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করছে। অন্যদিকে বাস্তবতা যে মোটেই তেমন নয়, আলোচ্য চুক্তির প্রস্তাব ও খসড়া সেকথাই প্রমাণ করেছে। প্রস্তাবের কারণে শুধু নয়, চুক্তির প্রস্তাব খোদ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসার কারণেও এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সুপরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালানো হলেও বাংলাদেশকে ক্ষতিপর রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা কিংবা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও শত্রুতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। দু'দেশের সম্পর্ক বরং বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক রয়েছে এবং এ সম্পর্ক এতটাই গভীর ও সুদৃঢ় যে, যুক্তরাষ্ট্র নিজেই উদ্যোগী হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একমাত্র দেশ হওয়ারও সুযোগ দিয়েছে, যার সঙ্গে দেশটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় কারণ হিসেবে এসেছে বাংলাদেশের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। বস্তুত পারস্পরিক এ চুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে সকল দিকে বাংলাদেশ বেশী লাভবান হবে। সেই সাথে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াত করা এবং মার্কিন প্রতিপক্ষের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া অনেক সহজ হবে। বড় কথা, এই সহযোগিতা সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই সমানভাবে বিস্তৃত হবে। আমরা তাই প্রস্তাবিত চুক্তিটিকে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় মনে করি এবং আশা করতে চাই যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে।